Sanatan Dharma

মন্ত্রসিদ্ধি

ঋষি,ছন্দ,দেবতা,বিনিয়োগ ।এই চার বস্তু ব্যাতীত মন্ত্রসিদ্ধি সম্ভব নয়।আসুন জেনে নেওয়া যাক এই চারটি বস্তু কিভাবে মন্ত্রের সাথে যুক্ত ।

ঋষি : যেন যৎ ঋষিণা দৃষ্টিং সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা চেল যেন বৈ।
মন্ত্রেণ তথ্য তৎ প্রোক্তমৃষের্ভাবস্তদার্ষকম্।।
অর্থাৎ যিনি মন্ত্রের দ্রষ্টা এবং যে মন্ত্রের দ্বারা যিনি সর্বপ্রথম সিদ্ধিলাভ করেছেন তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি।ঋষি যোগবলে সেই মন্ত্র প্রথম অবগত হন।
শাস্ত্রীয় সকল মন্ত্র অপৌরুষেয়।কোন সাধক ঋষির হৃদয়ে মন্ত্রের আবির্ভাব হয়।
মহেশ্বর মুখাজ্জ্ঞাত্বা গুরুর্যস্তুপসা মনুম্।
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা পূর্বং স ঋষিরীরিতি।।
অর্থাৎ যে শুদ্ধাত্মা গুরু মহেশ্বরের মুখ হতে মন্ত্র অবগত হয়ে প্রথমে তার সাধন করেন তিনিই উক্ত মন্ত্রের ঋষি।অতএব দেখা যাচ্ছে মন্ত্রের স্রষ্টা স্বয়ং মহেশ্বর ।কোন পুরুষ নয়।

ছন্দ : মৃত্যুভীতৈঃ পুরা দেবৈরাত্মানশ্ছাদনায় চ।ছন্দাংসি সংস্মৃতানীহ
ছাদিতাস্তৈস্ততোহমরাঃ।।
ছাদনাচ্ছন্দ উদ্দিষ্টং সর্বং ছন্দোভিরাবৃতম্।
ছন্দের বিষয়ে বলা হয়েছে -পুরাকালে মৃত্যুভীত দেবতারা নিজেদের আচ্ছাদন করার ছন্দসমুহের স্মরণ করেন।সেই ছন্দের দ্বারা দেবতারা আবৃত হন।আচ্ছাদনের থেকে ছন্দ কথাটি এসেছে।

দেবতা : যস্য যস্য চ মন্ত্রস্য উদ্দিষ্টা যা তু দেবতা ।
তদাকারং ভবেত্তস্য দেবত্বং দেবতোচ্যতে।।
দেবতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে ।যে মন্ত্রের উদ্দিষ্ট যে দেবতা সেই মন্ত্রের দেবত্বের রূপও তাই।দেবত্বকেই দেবতা বলা হয়।

বিনিয়োগ : ধর্মার্থকামমোক্ষেষু শাস্ত্রমার্গেণ যোজনম্।
সিদ্ধমন্ত্রস্য সম্প্রোক্তা বিনিয়োগ বিচক্ষণৈ।।
অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ,কাম ,মোক্ষজনক কর্মে শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে মন্ত্রের যোজনকে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন বিনিয়োগ ।

আর্থাৎ ধরুন কোন গাছে ফল হয়েছে। কিন্তু কেউ জানেনা সেই ফলটির গুনাগুন।প্রথম এক ব্যক্তি ওই ফলটি দেখলো ও ফলটির প্রতি আকৃষ্ট হল।সে ফলটি চর্বনকরে খেল ও ফলটির স্বাদে তৃপ্ত হল। এই কাহিনীতে ফলটি হল ইষ্টদেবতা।ফলটির ভিতর যে বীজ তা হল সেই দেবতার মন্ত্র।ফলটি যে গাছের শাখায় হয়েছে তা হল সেই দেবতার গায়ত্রী ।যে ব্যক্তি ফলটি প্রথম খেল তা হল মন্ত্রের ঋষি।ফলটি চর্বণ করে খেলেন,এই চর্বণের সুর হল ছন্দ ।সবশেষে ফলটি খেয়ে তিনি তৃপ্ত হলেন তা হল মন্ত্রের বিনিয়োগ ।